রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের হামলায় সাধারণ ছাত্রসহ প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের ছাত্ররা আহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি ফি বৃদ্ধি এবং আবাসিক হলের সীট ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দ নামে একটি কমিটি গঠন করে। এই ব্যানারে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী দিতে থাকে।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ নিয়মিত কর্মসূচী পালন করতে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল নিয়ে প্রশাসন ভবন ঘেরাও করে সমাবেশ করতে থাকলে পুলিশের উপস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও বহিরাগত যুবলীগ কর্মীদের সঙ্গে এসে বক্তৃতা দেন। পরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা বাস ভাংচুর করে এবং পুলিশ সদস্যদের সামনেই আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে প্রায় ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- আহত ছাত্র-
- প্রত্যক্ষদর্শী
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন
- আহত ছাত্রদের চিকিৎসক এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ (১) পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ইকবালকে মারপিট করছে, (২) আহত ইকবাল, (৩) সমাবেশে হামলা।

এসএম ইফতেখারুল ইসলাম শিপলু, সমন্বয়ক, বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দ কমিটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এসএম ইফতেখারুল ইসলাম শিপলু অধিকারকে জানান, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় ছাত্র-ছাত্রীরা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সামনে শহীদ তপন চত্তরে একত্রিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে তা কমানোর জন্য আলোচনা করেন। উপস্থিত ছাত্ররা তাঁকে জানান, বর্ধিত ফি বাতিলের জন্য ভিসিকে বারবার বলেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এরপর আন্দোলন করার জন্য তাঁকে সমন্বয়ক করে বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দ ব্যানারে একটি কমিটি গঠন করেন। বর্ধিত ফি বাতিলের দাবীতে তাঁরা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ এবং প্রশাসন ভবন অবরোধ করার কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। দুপুর আনুমানিক ১২.১৫টায় শহীদ তপন চত্বর থেকে বের হয়ে দুপুর ১২.৩৫টায় মিছিলটি প্রশাসন ভবনের সামনে যায়। সেখানে দাবী আদায়ের জন্য ছাত্ররা পর্যায় ক্রমে বক্তব্য দিকে থাকলে পুলিশ সদস্যদের পাহারায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান সেখানে উপস্থিত হন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। দুপুর ১২.৪৫টায় ভিসি তাঁর অফিস কক্ষে ঢুকে গেলে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ রানা (২৫) তার সমর্থকদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় এবং নিজেরাই বাস ভাংচুর করে আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর দোষ চাপায়। এছাড়া পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা তাঁদের ওপরে হামলা চালায়। এতে প্রায় ১৫ জন ছাত্র আহত হয়।

শিপন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ, রাজশাহী

শিপন আহমেদ অধিকারকে জানান, তিনি চারুকলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রতি বছর বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিভিন্ন খাতে ফি বাড়িয়ে নিলেও শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না। বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করলেই আওয়ামীলীগ সরকারের দলীয় প্রভাব খাটিয়ে একদল সরকার সমর্থক ছাত্র এবং পুলিশ ক্যাম্পাসে রেখে বিভিন্ন কায়দায় ছাত্রদের চাপ দেয়া হচ্ছে। তিনি জানান, এ বিষয়ে প্রক্টর এবং ভিসিকে বার বার বর্ধিত ফি কমানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উল্টো প্রক্টর তাঁদের জানিয়েছেন, যে সকল ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফরম কিনতে পারবে না সে সকল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

এরফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ শহীদ তপন চত্তরে একত্রিত হন। ইনফরমেশন এন্ড কমিউকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৩য় বর্ষের ছাত্র এসএম ইফতেখারুল

ইসলাম শিপলুকে সমন্বয়ক করে বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দ নামে একটি কমিটি করা হয়।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২.১৫টায় ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিছিল নিয়ে তাঁরা প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে যান এবং সমাবেশ করতে থাকেন। এরপর সেখানে ছাত্রলীগ কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ রানা, স্থানীয় যুবলীগ নেতা হাবিব, কামাল, তুহিনসহ ২০/২৫জন সরকার সমর্থককে নিয়ে ভিসি প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, উচ্চ শিক্ষা দরিদ্রদের জন্য নয়, শুধুমাত্র কিছু সিলেকটিভদের জন্য এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা জামায়াত-শিবিরের চেয়েও জঘন্য রাজনীতি করে। তোমরা সেই রাজনীতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছো, তা করতে দেয়া যাবে না। তোমাদের কোন দাবী মানা হবে না বলে জানিয়ে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে অফিস কক্ষে ঢুকে পড়েন। তখন ছাত্ররা সেখান থেকে সরে মাঠে গিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। দুপুর ১২.৪৫টায় ভিসির সঙ্গে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ রানা এবং স্থানীয় যুবলীগ নেতা হাবিব, কামাল, তুহিনসহ ২০/২৫জন লোক এসে তাঁদের ঘেরাও করে এবং যুবলীগ সদস্যরা একটি বাসের জালানায় ইট মেরে কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে। যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা নিজেরাই বাস ভাংচুর করে তাঁদের দায়ী করে এবং আন্দোলন করার জন্য তাঁদের উপর হামলা চালায়।

এতে তিনিসহ সমন্বয়ক শিপলু, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রফি আহমেদ চঞ্চল, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পল্লব ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব রকি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের স্কুল বিষয়ক সম্পাদক রেহান মাহমুদ, ছাত্র মৈত্রীর আহবায়ক এসএম ইকবাল কবির, শিক্ষার্থী সুমন, সৈকত, খাদেমুল বাশার, বকশি, শিরিন, ফয়সালসহ প্রায় ১৫ জন ছাত্র আহত হয়। সকল ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হয়। ইকবালের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকলে ছাত্ররা ইকবালকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে প্রায় ৪ দিন চিকিৎসা দেয়। তবে ইকবালের শারীরিক অবস্থা এখনও ভাল নয়।

অপরপক্ষে প্রক্টর তাঁর কার্যালয়ে তাঁদের ডেকে নিয়ে মামলা করার হুমকি দেন। এছাড়া মতিহার থানার অফিসার ইনচার্জ আকবর হোসেন তাঁকে মোবাইল ফোনে ফোন করে দেখা করতে বলেন এবং মামলা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে নির্যাতন করার হুমকি দেন।

বর্ধিত ফি সম্পর্কে শিপন জানান, ২০০৮-০৯/২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের চেয়ে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে সবখাতে ফি বাড়ানো হয়েছে। যেমন ২০০৮-০৯/২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফি-১০০টাকা, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০০টাকা। বিলম্বে ভর্তি ফি ৫০-১০০টাকা, গ্রন্থাগার (জামানত) ৬০-১০০টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা চাঁদা ৩০-৫০টাকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি ৭৫-১০০টাকা, ছাত্র সাহায্য তহবিল ১০-২০টাকা, পরিচয়পত্র ফি ২৫-

৫০টাকা, বাস ভাড়া ফি ২০০-৩০০টাকা, ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ ফি ১৫-৩০টাকা, রোভার/রেঞ্জার ফি ১০-২০টাকা, মেডিকেল কার্ড ফি ২৫-৫০টাকা, সাংস্কৃতিক ফি ১০-২০টাকা, বিএনসিসি ফি ২০-৩০টাকা, টিএসসিসি ফি ২০-৩০টাকা, বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন হারে মাসিক বেতন বাড়ানো হয়েছে, গবেষণাগার, পত্রিকা চাঁদা, ক্রীড়া উন্নয়ন সংস্থা তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধন ফি, হল সেশন ফি, উৎসব ফি, জাতীয় দিবস উৎযাপন ফি অপরিবর্তিত রয়েছে। আবাসিক হলের সিট ভাড়া ১০০-১২৫টাকা বাড়ানো হয়েছে।

এসএম ইকবাল কবির (২২), আহবায়ক, ছাত্র মৈত্রী

এসএম ইকবাল কবির অধিকারকে বলেন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দ কমিটির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী দুপুর ১২.০০টার দিকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সামনে শহীদ তপন চত্বরে প্রায় ২৫০জন সাধারণ ছাত্র ছাত্রী একত্রিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রফি আহমেদ চঞ্চলের নেতৃত্বে দুপুর ১২.১৫টায় ছাত্র ছাত্রীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে অবস্থান নেয় এবং বিক্ষোভ ও সমাবেশ করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান সেখানে উপস্থিত হয়ে সকল শিক্ষার্থীদের শান্ত হতে বলেন। এছাড়া ভিসি প্রশাসন ভবন ত্যাগ করে অন্য জায়গায় সমাবেশ করতে বলেন। তিনি এ আন্দোলনকে অযৌক্তিক দাবী করে বলেন, আগের চেয়ে ছাত্রদের সকল সুযোগ-সুবিধা বেশী হওয়ায় সামান্য কিছু মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি ছাত্রদের এ দাবী মানা হবে না বলে তাঁর অফিস কক্ষে ফিরে যান।

ইকবাল কবির বলেন, ছাত্ররা যখন প্রশাসন ভবন ত্যাগ করতে থাকে, সে সময় রাবি শাখার ছাত্রলীগ কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ রানা ও স্থানীয় যুবলীগ নেতা সদস্য বলে পরিচিত হাবিবের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন বহিরাগত লোক স্লোগান দিতে থাকে এবং তাঁদের ওপর হামলা চালায়।

তিনি বলেন, মাসুদ ও হাবিব এসে প্রথমে তাঁকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মাঠে দাঁড় করে রাখা মোটর সাইকেলের ওপর ফেলে দেয়। এরপর সবাই মিলে তাঁকে কিল, ঘুষি, লাথি মারে এবং মাথার চুল ধরে মোটর সাইকেলের ওপরে আছড়াতে থাকে। তিনি অনেক চিৎকার করেন এবং ছোটার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। আক্রান্ত হয়ে তিনি নিস্তেজ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি দেখেন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীণ আছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পযর্ন্ত তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফেরেন। তিনি বলেন, হামলাকারীরা তাঁর কাঁধে, কনুই, পিঠে, পেটে, কোমড়ে, বুকে, পাঁজরে, গালে, কপালে, হাটুতে এবং গোড়লীতে আঘাত করেছে। ডাক্তার তাঁকে একমাসের বিশ্রামে থাকতে বলেছেন।

রফি আহমেদ চঞ্চল, প্রত্যক্ষদর্শী

রফি আহমেদ চঞ্চল অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুরে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে প্রশাসন ভবনের সামনে যেয়ে সমাবেশ করে এবং বক্তব্য দেয়। পরে সেখানে ভিসি আসেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। ভিসি চলে যাবার পর তাঁর পরিচিত ছাত্রলীগ কর্মী মোহাম্মদ মাসুদ রানা ২০/২৫ জন সমর্থক নিয়ে এসে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। প্রথমে ইকবালকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে মোটর সাইকেলের ওপর ফেলে দেয় এবং কয়েকজন মিলে তাঁর মাথার চুল ধরে আঘাত করতে থাকে ও সারা শরীরে কিল ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে ইকবাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এছাড়া আওয়ামীলীগের সমর্থক ছাত্ররা প্রায় ১৫ জন ছাত্রকে কিল ঘুষি লাথি মেরে আহত করে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের মদদেই ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা চালিয়েছে।

মোহাম্মদ মাসুদ রানা (২৫), ছাত্রলীগ কর্মী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

মোহাম্মদ মাসুদ রানা অধিকারকে বলেন, তিনি ম্যানেজম্যান্ট বিভাগের এমবিএর ছাত্র। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ প্রয়োজনীয় কাজে তিনি ভিসির কক্ষে যান। ভিসি তখন প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে ছাত্রদের বিক্ষোভ সমাবেশে যেয়ে সেখানে আন্দোলনরত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। ভিসির বক্তব্য শেষ হলে ছাত্ররা বাস ভাংচুর শুরু করে। তিনি তখন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের নিয়ে বাস ভাংচুর ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধ করেন। তিনি দেখতে পান, ইকবাল নামে তাঁর পরিচিত এক ছেলেকে কয়েকজন ছেলে মারপিট করছে। তিনি ইকবালকে সেখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি উদ্ধার করতে নয় বরং ইকবালকে মারপিট করছেন এমন সব ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে তাঁর নজরে আনা হলে তিনি তা এড়িয়ে যান।

মাসুদ রানা আরো বলেন, ভিসি তাঁকে বলেছেন যেহেতু সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, তাই সকল ফি সামান্য পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ এর আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করে তা প্রচার করা। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ বড় দল, ইচ্ছে করলে যে কোন সময় বাম ছাত্রনেতাদের আন্দোলন বন্ধ করে দিতে পারে এই ছাত্রলীগ।

প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান, ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান অধিকারকে বলেন, সাধারণ ছাত্রদের কথা বিবেচনা করেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সামান্য পরিমাণ ফি বাড়ানো হয়েছে। ছাত্র সংগঠন গুলোর এ নিয়ে আন্দোলন করার কিছুই নেই। পূর্বে প্রত্যেক বিষয়ে ভর্তির জন্য আলাদা আলাদা ফরম কিনতে হত। কিন্তু অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ এর সুবিধা এবং সব বিষয়কে মোট ১৭ ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। ক্লাস্টার সিস্টেম করায়

একজন ছাত্র একটি ইউনিটে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এতে একটু খরচ বেশি হলেও ছাত্রদের হয়রানি হতে হয় না।

তিনি বলেন, ছাত্রাবাসের সিটভাড়া বিগত (জানুয়ারী ২০০৭-ডিসেম্বর ২০০৮ সাল) তত্বাবধায়ক সরকার ১০০ টাকা নির্ধারণ করেছিলেন। বর্তমানে সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৫ টাকা বাড়িয়ে ১২৫ টাকা করা হয়েছে যা সাধারণ ছাত্রের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। ছাত্ররা আন্দোলন করে বাস ভাংচুর করার কারণে ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করেননি এবং কোন হুমকিও দেননি বলে জানান।

আকবর হোসেন, অফিসার ইনচার্জ, মতিহার থানা, রাজশাহী মহানগর পুলিশ

আকবর হোসেন অধিকারকে বলেন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল থেকে রুটিন অনুযায়ী পুলিশ সদস্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের গেটে ডিউটি করছিলেন। দুপুর ১২.১৫ টায় দিকে বর্ধিত ফি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীবৃন্দর ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে প্রশাসন ভবনের গেটে অবস্থান নেয় এবং গেটে তালা দিয়ে প্রশাসন ভবনের সবাইকে অবরুদ্ধ করে একে একে বক্তব্য দিতে থাকে। ক্যাম্পাসে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও ছাত্ররা মাইক ব্যবহার করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান সেখানে এসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। ভিসির বক্তব্য শেষ হলে হঠাৎ কয়েকজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ভাংচুর করে। তখন ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সাধারণ ছাত্রদের ওপর চড়াও হলে পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ ছাত্রলীগ কর্মীদের কোন মদদ দেয়নি বলে তিনি দাবী করেন। বাস ভাংচুরের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া ৭ জন ছাত্রের নামে তাঁর থানায় মামলা করবেন বলে তাকে জানান। কিন্তু পরে আর মামলা করেননি। তিনি বলেন, প্রক্টরের কথায় তিনি শিপন আহম্মেদকে মোবাইল ফোনে কল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি না করার পরামর্শ দেন। তিনি ছাত্রদের কোন হুমকি দেননি বলে জানান।

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান অধিকারকে বলেন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর ২.৩০টায় কয়েকজন লোক ইকবাল হোসেন নামে এক রোগীকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর তত্বাবধায়নে ভর্তি করায়। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৮৪৩/৩৩। তিনি ইকবালকে চিকিৎসা দেন। তিনি জানান, ইকবালের শরীরে ইনজুরি ছিল। বুকে, পিঠে, কাধেঁ আঘাতের চিহ্ন ছিল। চিকিৎসা দেয়ার পর ইকবাল সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং রাত ৮.০০টার দিকে বাসায় চলে যান। তিনি ইকবালকে পরামর্শ দেন যদি সে আবারও অসুস্থ হন তাহলে যেন পুনরায় হাসপাতালে চলে আসেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইকবাল বাসায় গিয়ে আবারও অসুস্থ বোধ করেন এবং হাসপাতালে ফিরে আসেন তখন তিনি তাঁকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হতে সহযোগিতা করেন। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৩৪০/০৪। সেখানে টিম অব সার্জারীর চিকিৎসকরা ইকবালকে চিকিৎসা দেন। ইকবাল সুস্থ হয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর ২.৩০টায় হাসপাতাল থেকে চলে যান।

অধিকারের বক্তব্যঃ-

সাধারণ ছাত্রদের উপর পুলিশের উপস্থিতিতে সরকার দলীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের হামলা রাজনৈতিক সহনশীলতা ও পরিবেশ গণতান্ত্রিক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি করবে। অধিকার এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-